

ছাত্রদলের চাপ ৥ প্রথম মেধা তালিকার ১০ জন বাদ ৥ পাবনা পলিটেকনিকে ১৪৪ জন ভর্তি হতে পারেনি

পাবনা, ১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ৥
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও দাবির
বলে পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তিচ্ছু
ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
ছাত্রদলের তালিকাভুক্তদের ভর্তি না করায় ভর্তি
পর্যক্রমের প্রথম দফায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে
পারেনি। চাপের মুখে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ
ভর্তি পরীক্ষার খাতা পুনরায় বাছাই শেষে আগের মেধা
তালিকার ৫০ জনকে বাদ
দিয়ে গত বৃহস্পতিবার নতুন
১৫ জনকে শোকজ

অধ্যক্ষসহ ১৫ জনকে শোকজ

তালিকা প্রকাশ করলেও সোমবার ভর্তির শেষ দিনে
১৪৪ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি। এদিকে ছাত্র ভর্তি
রীতি অনুযায়ী ও দুর্নীতির অভিযোগে কারিগরি শিক্ষা
বোর্ড পাবনা পলিটেকনিক অধ্যক্ষসহ ১৫ জনকে
শোকজ করেছে।
এ জানায়, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি
পরীক্ষা গত ৮ সেপ্টেম্বর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং
কারিগরি বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী গত ১৬ সেপ্টেম্বর
প্রকাশিত আসনের ২৬৪ জনের ফলাফল জাতীয়
ত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে অনুযায়ী ১৭ থেকে ২৪
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির পরীক্ষা ধার্য করা হয়।

কিন্তু ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মেধা তালিকার বাইরে
তাদের পছন্দ অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির জন্য অধ্যক্ষকে চাপ
দিতে থাকে। এতে অধ্যক্ষ অপারগতা প্রকাশ করলে
তারা ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এছাড়া
ছাত্রদল নেতারা অফিস কক্ষের আলমিরায় তালা
লাগিয়ে দেয়। কলেজ সূত্র জানায়, গত বছরও
ছাত্রদলের চাপের মুখে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল বোর্ড
তাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়নি। এ কারণে কর্তৃপক্ষ এবারে
তাদের অন্যান্য দাবি নাকচ
করে দেয়। এদিকে আগের
মেধা তালিকা বাতিল করে

৫০ জনের নাম বাদ দিয়ে গত বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়
দফায় যে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয় সে অনুযায়ী
সোমবার ভর্তির শেষ দিনেও ১৪৪ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে
পারেনি। ছাত্রদল ও কর্তৃপক্ষের টানা পোড়েনের কারণে
পলিটেকনিকে ভর্তিচ্ছু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত
অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে বাংলাদেশ কারিগরি
শিক্ষা বোর্ড ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি ও ব্যাপক
অনিয়মের অভিযোগে পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
অধ্যক্ষসহ ১৫ শিক্ষককে শোকজ করেছে। বোর্ড একই
সঙ্গে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি তদন্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি
উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।